শ্রীকৃষ্ণ

গীতি-নাট্য

(ক্লাসিক, মিনার্ভা, ষ্টার, ন্যাসান্যাল,
প্রভৃতি সমস্ত থিয়েটারে অভিনীত)

স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত।

১৩২৬।

মূল্য।৶০ ছয় আনা।

প্রকাশক শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার শীল,
শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী,
১১১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

বিদ্যোদয় প্রেস
প্রিন্টার শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
৮২ কাশী ঘোষ লেন, কলিকাতা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ	স্ত্রীগণ।
শ্রীকৃষ্ণ	শ্রীরাধিকা
বলরাম	যশোদা
নন্দ	রোহিণী
উপানন্দ	জটিলা
ব্রহ্মা	কুটিলা
নারদ	গোপিনীগণ,
শ্রীদাম	রাধাকৃষ্ণ বেশী
সুদাম	গোপবালকগণ
রাখাল বালকগণ,	
ফল বিক্রেতা	
কুবের পুত্রদ্বয়	
(যমলার্জ্জুন)	

শ্রীকৃষ্ণ

(গীতিনাট্য)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বৃন্দাবন—গোপীগণের বাটীর সম্মুখ।

গোপীগণ

গীত

সরলা গোপের বালা, দুধ যোগাতে যাই।
রাত পোহাল ফর্‌সা হ'ল, মিন্‌সে ঘরে নাই।
কোথা কা'র আঁচল ধ'রে,
প'ড়ে আছে নেশার ঘোরে,
মন বাঁধা তার যায় কি জোর ক'রে ;
চোখের জল চোখে মুছি, আপনি আনি আপনি খাই॥

পাড়া পাড়া সাড়া নিয়ে,
ঘুরে বেড়াই দুধ যুগিয়ে,
নিয়ে যা খাঁটি জিনিষ সস্তা দর দিয়ে ;
কুলনারী হাটে ফিরি, বোল্‌বো কি ছাই, কি বালাই ॥

১ম গোপী। ওলো বেলা হ'ল, এখন রঙ্গরস রাখ্, হাটের দিকে যাই চল

২য় গোপী। ভাই! আমাদের তো হাট, মাঠ, পথ, ঘাট, সবই সমান ; যত বাহিরে বাইরে থাকৃতে পারা যায়, ততই ভাল তুই ঘরে গিয়ে পিরীত ক'র্বি তোর ব'লদে বাছুরের সঙ্গে,—আমি আমার গাইটার শিঙ্গে সিঁদুর মাখিয়ে, মনে কোর্‌বো যে, আমার নটবরের সঙ্গে হোলি-খেলা খেল্‌ছি।

৩য় গোপী। আর আমি কি কর্‌বো ভাই, তোদের চেয়ে আমার মাথার সিঁদুর যে কিছু বেশী জঞ্জাল, তা তো নয়, নামেই ছোঁয়ান আছে, ভাতারের সঙ্গে যেন ভাসুর সম্পর্ক, মাসের মধ্যে হয় তো একদিন দেখা।

৪র্থ গোপী। আমার ভাই এক একবার মিনষের আক্কেল দেখে মনে হয় যে, দূর হোক্, আর এমন ক'রে প'ড়ে থাক্‌ব' না, গোকুলে রাধা যেমন সতী, তেমনি সতী হব।

৫ম গোপী। ওলো, দুঃখের কাহিনী গাইবার এখন সময় নয় বেলা হ'ল, হাটের দিকে চল্ এখনি আবার হয় তো নন্দরাণীর আদরের নিধি কানাই-বলাই এসে হাজির হবেন! দুধের কেঁড়ে টেড়ে সব উল্টে পাল্টে দিয়ে দুধটুকু খেয়ে চলে যাবেন।

৬ষ্ঠ গোপী হ্যাঁলো, তোরা অমন করিস কেন, দুধের ছেলে কানাই-বলাই, ভাল মন্দ কিছু জানে না, আবদার কোরে আসে, একটু দুধ কি হোলো একটু মাখন, চেয়ে খায়, তাতে আর হ'য়েছে কি?

১ম গোপী তোর যে টান দেখ্‌তে পাই লো? তুইও কি বাঁশী শুনে রাধার মতন পেছনে পেছনে ছুটবি নাকি? দুধের ছেলে! অ মরি, কুলোয় শুয়ে তুলোয় ক'রে দু'ধ, খায়! ঐটুকু ছেলে যে সব বিদ্‌কুটে কাণ্ড ক'রেছে, মনে হ'লে গায়ে কঁটা দেয়! সে দিন পূতনা রাক্ষসীটা বিষপোরা মাই মুখে দিলে,—দুধের গোপাল বিষ হজম করে ফেল্লে! বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে যত রাজ্যের মেয়েমানুষের কুল মজিয়ে বেড়াচ্ছে।

২য় গোপী ওলো, আর কথায় কাজ নেই, ঐ যে নাম কত্তে কত্তেই কানাই-বলাই এসে হাজির

৩য় গোপী। ওলো সাম্‌লা, সাম্‌লা, দুধের কেঁড়ে সাম্‌লা।

৪র্থ গোপী। এক চুমুকে সাবাব করে দেবে; একা কানাই নয়, আবার সঙ্গে বলাই আছেন।

৬ষ্ঠ গোপী। আমার কেঁড়ে ভেঙ্গে যদি কানাই বলাই দুধ খায়, আমি আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করবো।

১ম গোপী আ মরণ, ছি! ছি! তুই রাধা হলি, আব দেরী নেই, তুই কি বাঁশী শুনে মজিচিস্ নাকি?

(গীত গাইতে গাইতে কৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ)

গীত।

কেঁড়ে কাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে
রূপসী সব যাচ্ছে হাটে।
একটু খানি সমজে চল,
জুজুব ভয় পথে ঘাটে।
ঠমকে চমক চালে,
চলেছ পালে পালে,
কি জানি কে দেবে গালে,
ক্ষীরের ড্যালা নিয়ে লুটে
ভরা কেঁড়ে গড়িয়ে, ধনি!
দাও না দুধ একটু খানি;
দুটী ভাই কানাই বলাই, গরু চরাই মাঠে মাঠে॥

কৃষ্ণ ওগো আমার বড় খিদে পেয়েছে আমায় একটু দুধ দাও না

১ম গোপী যা যা ঘরে যা—দুষ্টুমি করিস্ নি, এ দুধ আমরা দিতে পারবো না তোর মা বড়লোক, আমরা গরীব, এই দুধ নিয়ে গিয়ে বাজারে বেচে আসবো, তবে আমাদের পেট চল্‌বে।

বলরাম তুই মাগী তো ভারি পাজি, মুখে কুড়িকিষ্টি হবে। একটু দুধ চাইলাম, মাগী কত কথা শুনিয়ে দিলে দেখ না! তুমি একটু দুধ দেবে গা?

২য় গোপী কোথায় পাব বাছা? নিজের দুঃখের জ্বালায় সারা হচ্ছি; কেন বাছা জ্বালার উপর জ্বালা বাড়াচ্ছো?

কৃষ্ণ তুই মাগী পাকা বদ্‌মায়েস্, বেশী চালাকি করিস্ নি, চাই না তোর দুধ, যা তুই চলে যা—তুমি একটু দাওনা গা?

৩য় গোপী ন্যাকাম করিস্‌নি, ন্যাকাম করিস্‌নি। দূর হ! দূর হ! কেলে ছোঁড়া কোথাকার!

বলরাম সুন্দরি, ও নয় কেলে ছোঁড়া,—আমি তো সুন্দর; কালকে না দাও, আমি ভায়, আমাকে একটু দাও। ও কি মুখ ফেরালে যে? ওঃ বুঝেছি, তোমার

মতলব আলাদা , আচ্ছা বুঝে নোবো, আমরাও ছাড়্বার পাত্র নই

৪র্থ গোপী তা যা বুঝ্তে হয় পরে বুঝিস, এখন পথ ছেড়ে দে, হাটে যাই আমরা ছুদ্ টুদ্ দিতে পার্বো না, যদি ক্ষিদে পেয়ে থাকে বাড়ী গিয়ে খেগে যা

কৃষ্ণ তুমি ঠাকরুণ সকলের উপর দেখ্ছি ; বুদ্ধিতে পূতনা রাক্ষসীর মাসতো বোন ! চাইতে না চাইতে দূর দূর কোর্‌ছো যার অমন কড়া প্রাণ, তার কাছে কি আমরা কিছু চাই ? মনেও কবো না আদর করে বিষ দিলে, আমরা অমৃত বলে খাই কি গো তুমি কি বোল্‌বে ? বড় মুখ কোরে তোমার কাছে চাচ্চি, আমাদের ছুটী ভাইকে একটু ছুধ খেতে দেবে ?

৫ম গোপী তোমায় তো পেটে ধরিনি বাছা, তোমাদের উপর দরদ হবে কেন ? ঘরে গিয়া নন্দরাণীর আঁচল ধ'রে যত পার আব্দার কর গে,—আমরা সইতে যাব কেন ?

বলরাম কানাই, দেখ্লি ভাই . ডবগা ডবগা মাগীগুলোর আক্কেল দেখ্লি ? সব পাথারকুচির প্রাণ নিয়ে জন্মেছিল ! সত্যি আমাদের পেটে তো রাবড় হয়নি, ওদের সব ছুধ কি আমরা খেতুম্ !

কৃষ্ণ দাদা! দুষ্টুর সঙ্গে দুষ্টুমি, ভাল মানুষের সঙ্গে ভাল মানুষি,—আমাদের কাজ আমরা করি এস!

বলরাম দেখ্ মাগীরা, তোর ভাল কথার কেউ ন'স! এই শেষ বল্‌ছি, ভাল চাস্‌তো দুধ ঢেলে দে, আমরা পেট পূরে খাই, না হোলে একটী ফোঁটাও বাজায়ে নিয়ে যেতে পাব্‌বি নি, কেঁড়ে শুদ্ধ বিসর্জ্জন দিয়ে যেতে হবে।

১ম গোপী কি! জোর করে নিবি নাকি? আমরা গয়লার মেয়ে, তোদের মত দুটো পুঁচকে ছোঁড়াকে এক হ্যাঁচকানিতে যমুনার জলে ফেলে দিতে পারি আয় তো লা সব কোমর বেধে দাঁড়াই

কৃষ্ণ আচ্ছা, আগে দেখ যাক্, কে কাকে যমুনার জলে ফেলে। দাদা এস, দুজনে মওড়া আগ্‌লে দাঁড়াই, কোন মাগী না পালাতে পারে

২য় গোপী হাঁ পালাব বৈ কি, আয় না

৩য় গোপী পালাব না তো কি ভয় কোরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো নাকি?

৪র্থ গোপী তোর চূড়ো ধড়ার নিকুচি করেছে

৫ম গোপী গয়লার মেয়ের বিত্যেত জান না যাদু। কোমর বাঁধার বোকটা দেখ্‌ছো

বলরাম। দেখ কানাই, কেঁড়েগুলো সব ভুঁয়ে নাবিয়ে

রেখেছে, ঐ গুলো সব উল্‌টে দিয়ে দুধ ফেলে দিই আয়

কৃষ্ণ। ঠিক বলেছ দাদা

(কেঁড়ে উলটাইয়া দুধ ফেলিয়া দেওন)

১ম গোপী কি কল্লি, কি কল্লি, সর্ব্বনাশ কল্লি, ও মা, আজ খাব কি ?

২য় গোপী। ও মা কোথাকার হতচ্ছাড়া ছোড়া দুটো গা !

বলরাম তোমার পিসীর ছেলে, চিন্‌তে পার্‌চো না। কোমর তো বেঁধে দাঁড়িয়েছো এইবার এস, হাতাহাতি লাগা যাক।

কৃষ্ণ কি গো ঠাক্‌রুণরা কুস্তি লড়্‌বে, না ঘুসোঘুসি কর্‌বে ? আমরা দুয়েতেই রাজী

৩য় গোপী। আজ এর একটা বিলিবন্দেজ ক'রে তবে মুখে জল দেব। কোথাকার সর্ব্বনেশে, কুল মজানো, ঘর ভাঙ্গানো ছোঁড়া দুটো গোকুলে এসেছে গা. গেরোস্তোর টেঁকা দায়; ধনে প্রাণে মাব্‌লে গো, ধনে প্রাণে মাব্‌লে

৪র্থ গোপী। গোকুলে যেমন বাঁদরের উপদ্রব তেমনি উপদ্রব হয়ে দাঁড়িয়েছে দিদি, এমন করে আর ক'দিন চল্‌বে ?

৫ম গোপী আর দরদ কল্লে চল্‌বে না, আর মুখ চাইলে হবে না, চল সকলে আমরা নন্দরাণীর কাছে যাই তাঁর পেয়ারের ছেলে দুটীর আচরণের কথা বলি গে, দেখি সেখানে কোন বিহিত হয় কিনা ?

সকলে এ বেশ কথা, তাই চল, তাই চল

কৃষ্ণ। হ্যাঁ গো দিদিঠাকুরুণরা—সেই বেশ কথা ; মা যশোদার কাছে গিয়ে নালিশ কর গে দেখি তিনি মাথাটাই কেটে ফেলেন, কি ফাঁসিতেই লোট্‌কে দেন

১ম গোপী যাবই তো।

বলরাম আমার মাথার দিব্যি, এখনি যাও।

২য় গোপী আজ নন্দরাণীকে বলে এমন মার খাওয়াব।

কৃষ্ণ প্রাণটা যেন বজায় থাকে, আর যেমন করেই মার খাওয়াও, রাজী আছি।

৩য় গোপী আমার এই ভাঙ্গ কেঁড়ে নিয়ে গিয়ে দেখাব।

বলরাম আ মরি মরি, তোমার কেঁড়েটী বুঝি ভেঙ্গে গেছে ? ত দেখ, আমার এ গতর দিয়ে তোমার ভাঙ্গা কেঁড়ে জুড়ে দিই, সে ক্ষমতা নেই

৪র্থ গোপী আ মরণ এই দুঃখের উপর আবার রসিকতা কচ্চেন

বলরাম সুন্দরী, আমি তোমার দাস, আমায় পায়ে রাখ। দেখ, তোমার চেয়ে আমার চেহারা খারাপ নয়।

৫ম গোপী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রং করবি? আয় চলে আয়।

সকলে চল চল—নন্দরাণীর কাছে চল

[৬ষ্ঠ গোপী ব্যতীত অন্যান্য গোপীগণের প্রস্থান।

কৃষ্ণ বলি ওগো ঠাক্‌রুণ, তুমি চুপটী করে একটি পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে? ওরা সব মা যশোদার কাছে নালিশ করতে গেল,—তুমি গেলে না যে—ও কি—তুমি কাঁদ্‌চো কেন?

৬ষ্ঠ গোপী কানাই, তুমি বড় নিষ্ঠুর; তোমার কি করেছি? ওরা কত ভাগ্যবতী, জোর করে ওদের দুধ কেড়ে খেলে; আমি অভাগিনী,—আমার সঙ্গে একটী কথাও কইলে না!

কৃষ্ণ হ্যাঁ গা, তুমি কেমন মেয়ে গা! ওরা দুষ্টু ওদের সঙ্গে দুষ্টুমি কল্লুম। তুমি আমাদের দুটী ভাইকে ভালবাস, তা আমরা জানি দাদা, এস তো, আমরা দু'ভাই হাত পেতে দাঁড়াই এইবার তুমি বেঁড়ে থেকে দুধ ঢেলে দাও, আমরা প্রাণ পূরে খাই।

৬ষ্ঠ গোপী ভক্তবৎসল! ভক্তের ভগবান্‌! তুমি

স্বরূপ-নিদান। আমি তোমায় চিনি, আমি তোমায় জানি আহা! কত পুণ্য করেছিলুম,—প্রেমময়, দয়াময়, সর্ব্বময়! আজ তোমরা দু'টী ভায়ে হাত পেতে দুধ চেয়ে থাচ্ছ!

কৃষ্ণ দেরি ক'রো না, দেরি ক'রো না, বড় ক্ষিদে পেয়েছে দাও—দেখ্‌ছো না—দুটী ভায়ে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছি। (দুগ্ধ পান) আঃ! প্রাণ পূরে গেল, এইবার তুমি যাও

বলরাম কনাই, আমি তোর বড় ভাই বটে, কিন্তু ভাই তোকে চিন্‌তে পারলুম না

৬ষ্ঠ গোপী। আহা কিরূপ। কি রূপ।—প্রাণ পূরে গেল—মন ভ'রে গেল

(গীত)

"চন্দন-চর্চ্চিত, নীল কলেবর, পীতবসন বনমালী।
মণিময় কুণ্ডল, ঝলমল মণ্ডিত গণ্ডযুগ-স্মিত-শালী
চন্দ্রক চারু, ময়ূর শিখণ্ডক, মণ্ডল বলয়িত কেশম্
প্রচুর পুরন্দর ধনু রনুরঞ্জিত মেদুর-মুদির-সুবেশম্।
শ্যামল মৃদুল কলেবর মণ্ডলমধিগত গৌরব দুকূলম্।
নীল নলিনমিব পীত পরাগ পটলভর বলয়িতমূলম্"

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান

বলাই কানাই, কি খেলা খেলিস্ ভাই, কিছু বুঝ্তে পারিনি তোর কায়া, তোর ছায়া আমি, দিন রাত সঙ্গে সঙ্গে র'য়েছি—তুই কখন্ কি ভাবে থাকিস্, কখন্ কি খেলা খেলিস্—কিছু বুঝতে পারিনি—বিহ্বল প্রাণে তোর মুখের পানে চেয়ে থাকি

কৃষ্ণ দাদা খেল্তেই এসেছি, তুমি আমার খেলার প্রধান সাথী, খেলা ভুলে যাচ্ছ কেন ?

(গীত)

খেলা খেলিতে আসা,
কত খেলিব আশা,
খেলিতে খেলিতে চিতে বাড়ে পিয়াসা।
প্রেম ভরা প্রাণে,
খেলা যে খেলিতে জানে,
ছুটে এসে হেসে তারে দেই ভালবাসা
হাসি খেলি আসি যাই,
যে চায় তাহারে চাই,
চরণে লুটায়ে রই, কত সুখ তাহে পাই—
আদরে শিখাই তারে প্রেম সাগরে ভাসা।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—০—

যশোদার বাটী

যশোদা ও গোপীগণ।

যশোদা। তা মা রাগ ক'রো না, যা হয়েছে হয়েছে; গোপাল আসুক, আমি খুব কড়া করে শাসন করে দিব। আর তোমাদের কাছে গিয়ে উপদ্রব করবে না।

১ম গোপী। কত বার কত কাণ্ড হয়ে গেল মা,—বড় মুখ করে তোমায় বলতে এলুম, তুমি দুটো মিষ্টি কথা ক'য়ে বিদেয় ক'ল্লে, তার পর যে গোপাল, সেই গোপাল।

যশোদা। মা! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, গোপাল ভারি দুষ্টু হয়েছে, আর গায়ে হাত বুলিয়ে সান্‌বে না; এবার এমন সাশন করবো যে, কিছুদিন মনে থাক্‌বে।

২য় গোপী। অতি দুরন্ত ছেলে মা—অতি দুরন্ত ছেলে, কাকে দৃক্‌পাত করে না; আবার বলাইটা জুটে গোপালকে আরো ধিঙ্গি করে তুলেছে।

৪র্থ গোপী। কি বল্‌বো মা, জোর ক'রে পরের বাড়ী

ঢুকে' ছানা মাখন চুরি ক'রে খেয়ে আসে, দুধের কেঁড়ে উল্টে ফেলে দিয়ে সব দুধ নষ্ট ক'রে দেয়। আমরা দুঃখী গরীব লোক আর কতদিন এ রকম অত্যাচার স'য়ে চুপ করে থাকি মা।

৩য় গোপী এই দেখ চিকিন্ আমাদের কেঁড়ে গুলো শুদ্ধো ভেঙ্গে দিয়ে এল! কিছু জানি না মা, কারুর ভাল-মন্দয় থাকি ন, সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, আমাদের উপর এ কি দৌরাত্ম্য

যশোদা দুঃখু কোরো না মা, অভিশাপ দিও না। তোমাদের যা যা নষ্ট করেছে আমি সব পুষিয়ে দিচ্ছি কার দোষ দেবো মা আমার বরাতের দোষ!—এত করে সাম্‌লাতে চেষ্টা করি, কিছুতেই বাগ্ মানে না

৫ম গোপী যা গেছে গেছে মা! আমরা কিছু ফেরত চাইনি, দোহাই বল্‌চি তোমায়, এইটুকু ক'রো', বার বার না তোমার কাছে এসে গোপালের নামে নালিশ ক'র্ত্তে হয়

যশোদা একটু দাঁড়াও না মা; গোপাল আসুক, দেখ না আজ কি করি

১ম গোপী তোমার ধর্ম্ম তোমার হাতে মা, আমরা আর কি বোল্‌বো।

(রোহিণীর প্রবেশ)

যশোদা। দিদি! কানাই-বলাই ঘরে ফিরেছে?

রোহি। আঃ আমার পোড়া কপাল, কি আর বোল্‌বো? চুপি চুপি কখন যে কানাই বলাই ঘরে ঢুকে আছে, তা তো কিছুই টের পাইনি! আমি উঁকি মেরে দেখি, গামলা গামলা দুধ সব উলটে ফেলে দিয়েছে, ঘরময় মাখন, সরের ছড়াছড়ি, যত পেরেছে খেয়েছে আর বাঁদরগুলোকে ডেকে ডেকে সব খাওয়াচ্চে।

২য় গোপী। এই বোঝ মা তোমার গোপালের আক্কেল বোঝ, ঘরে বাইরে সকলকে হাড়ে নাড়ে জ্বালাচ্ছে

যশোদা দুষ্ট ছেলে আদর পেয়ে পেয়ে মাথায় চ'ড়ে ব'সছে। দিদি! কানাই বলাইকে এইখাঁনে ধরে নিয়ে এস তো।

রোহি। ওমা, তা আমি পারবো না, তুমি এই-খান থেকে ডাক না, এখনি আস্‌বে এখন।

যশোদা। কানাই! বলাই! এই দিকে এস তো। এখনও আস্‌ছিস্ নে যে,—যাব নাকি? মার খাবার জন্য পিট্‌ সুড়্ সুড়্ কচ্ছে না?

(শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। কেন মা? ডাক্‌ছো কেন মা?

বলরাম এই যে মা আমরা দুটী ভাই এসেছি।

যশোদা। তোরা ঠাউরেছিস্ কি? ঘঁরে উপদ্রব ক'রে সাম্‌লো না? আবার এর তার বাড়ী গিয়ে কেঁড়ে ভেঙ্গে দুধ খেতে আরম্ভ করেছিস্? ঘরের দুধ ছানা বুঝি মিষ্টি লাগে না।

বলরাম ও ভাই কানাই! সেই পাজী মাগীগুলো সত্যি সত্যিই মা যশোদার কাছে নালিশ ক'ত্তে এসেছে। মা গো! এদের কথা তুমি শুন না, এরা দল পুরু হ'য়ে কোমর বেঁধে, আমাদের সঙ্গে দাঙ্গা ক'ত্তে চাচ্ছিলো।

রোহিণী তোরা এদের কেঁড়ে ভেঙ্গে দিয়ে এসেছিস্? সব দুধ নষ্ট করেছিস? চুপ ক'রে রইলি যে?

যশোদা। আর মিষ্টি মুখের কাজ নয়, ধর তো ছেলে দুটোকে বেঁধে রাখি, আর বাড়ী থেকে এক পা বেরুতে দেওয়া হবে না। ধর—ধর—বলাই পালায় যে, দেখ্‌লে দেখ্‌লে হতভাগা ছেলে পালিয়ে গেল।

(বলরামের পলায়ন)

রোহিণী। যাবে কোথা? আমি এখনি ধ'রে নিয়ে আসছি।

[রোহিণীর প্রস্থান।

যশোদা। (শ্রীকৃষ্ণকে ধরিয়া) কি রে, তুই পালাবিনি ? যা দিকি কোথায় যাবি, এই দড়ী দিয়ে তোরে বাঁধ্‌বো

শ্রীকৃষ্ণ না মা, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বেঁধ না, আর আমি কখনও দুষ্টমি কোর্‌ব না, এই বারটী আমায় ছেড়ে দাও।

যশোদা তোর মিষ্টি কথায় আর তো ভিজবো না, আজ তোকে বাঁধ্‌বোই বাঁধ্‌বো, দেখি, কেমন করে তুই বাড়ী থেকে বেরুস্‌ ?

(দড়ি দিয়া বন্ধনোদ্যত।)

এ দড়িটায় হলো না, এই বড় দড়িগাছা দিয়ে দেখি একি হলো ? এত বড় দড়ি দিয়ে এই কচি হাত দুখানি বাঁধ্‌তে পাচ্ছি না ?

১ম গোপী। তাই ত মা!—এ কোথাকার সর্ব্বনেশে ছেলে গা ? দুটো দড়ি এক করে বাঁধ দিকি মা।

যশোদা। আচ্ছা তাই ক'চ্ছি, দাঁড়া আজ তোরই এক দিন, কি আমারই এক দিন হরি—হরি—এ কি হলো ? এতেও কুলোয় না যে!

২য় গোপী ওলো, এই ছেলে পূত্‌নো বধ ক'রে-ছিলো ; আজ আবার কি একটা বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড কোর্‌বে।

৩য় গোপী আমাদের উপর রেগেছে, আজ আমাদের না পুত্‌নোর দশা করে,—পালাই চ— পালাই চ,—

৪র্থ গোপী দাঁড়া না লো, শেষ দেখে যাই।

৫ম গোপী। তোর যে ভারি বুকের পাটা দেখ্‌তে পাই, দেখ্‌ছিস্‌ নি, আমাদের দিকে কট্‌ মট্‌ ক'রে চাইছে, বুঝি গিল্‌লে লো গিল্‌লে, স র্‌লে লো মার্‌লে।

সকলে। পালাই চল্‌, পালাই চল্‌,।

যশোদা। যাচ্ছ কেন মা, যাচ্ছ কেন মা?

সকলে না মা, আজ এই পর্য্যন্ত

(গোপীগণের পলায়ন।)

যশোদা এই যে আরও দড়ি রয়েছে, সব দড়ি একত্র করে বাঁধ্‌বো, দেখি কেমন করে তুই এড়াতে পারিস্‌। তাই তো—এত দড়ি দিয়েও কুলোতে পাচ্ছিনে। গোপাল, কেন মাকে কষ্ট দিচ্ছিস্‌?

শ্রীকৃষ্ণ না মা, আর তোমায় ক্লেশ দেব না, এইবার বাঁধ, আর তোমার কোন কষ্ট হবে না, অনায়াসেই বাঁধতে পার্‌বে।

(গীত)

বাঁধ বাঁধ মা, —আর আমি পালাব না

বাঁধাত, পড়েছি আমি, কোথা যাব বল না

মা মা মা বলে,

ডাকিলে পরাণ গলে,

কত সুধা উথলে মা—তা ত তুমি জান না।

বাঁধ বাঁধ বাঁধ মোরে,

বাঁধ মা কঠিন ডোরে,

মা-মা ব'লে সকাতরে, মুখপানে চাব না

(তোর প্রাণে ব্যথা দেব না)

(গোপালে বেঁধেছ বলে, প্রাণে ব্যথা দেব না।)

যশোদা। এইবার হয়েছে, এই উদূখলে বেঁধে রেখে যাই, নড়্‌তে চড়্‌তে পার্‌বিনি, এক প বেকতে পার্‌বিনি। দুষ্ট ছেলে! মিষ্ঠি কথাব কেউ নয়।

[যশোদার প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ মা! নূতন করে আমায় কি বাঁধ্‌বে? আমি তো বাঁধা পড়ে আছি। জীবন-মরণে তোমার স্নেহে বাঁধা পড়ে আছি মা! মা! আমার স্নেহময়ী মা! নিজের চেষ্টায় আমায় বাঁধা যায় না, তা দেখ্‌লে,

আমি নিজে বাঁধা দিলুম, তাই বাঁধ্‌লে। সে যা হোক্, এই বাঁধায় আমার আর এক কাজ সিদ্ধ হবে, আমার পরম ভক্ত নারদের শাপে, কুবেরের দুই পুত্র যমলার্জ্জুন বৃক্ষ রূপে এই স্থানে জন্মগ্রহণ করে আছে, তাদের উদ্ধারের ভার আমার উপর। গাছ দুটো পাশাপাশি আছে, মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণস্থান ব্যবধান আমার এই বন্ধন অবস্থায় উদূখলটাকে গাছ দুটোর মাঝখান দিয়ে টেনে নিয়ে যাই, বহু কালের বৃক্ষ, এখনি ভূমিসাৎ হবে, কুবেরের পুত্রদ্বয়ও উদ্ধার পেয়ে যথাস্থানে যাবে।

(তদ্রূপ করণ ও মহাশব্দে বৃক্ষদ্বয়ের ভূমিসাৎ হওন
ও বৃক্ষ ভেদ করিয়া কুবেরের পুত্রদ্বয়ের আবির্ভাব ও গীত।)

নমস্তে পতিতজন-ভয়হারী।
নমো নারায়ণ ব্রহ্ম সনাতন,
জয় জয় কেশব জয় দানবারি॥
যুগে যুগে হরি, অবনীতে অবতরি,
ভকত মানস সাধ পূরাও মুরারি।
অকৃতী অধমে নাথ দেহ পদতরী॥
যম-যাতনা আর সহিবারে নারি॥

[শূন্যে অন্তর্দ্ধান।

পট-পরিবর্ত্তন।

(নন্দ, উপানন্দ ও যশোদার প্রবেশ)

নন্দ কিসের শব্দ?—যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত পড়্‌লো এ কি? এতকালের পুরাতন যমলার্জ্জুন নয়। বৃক্ষ ভূমিসাৎ হ'ল কি করে? উপানন্দ! লক্ষণ বড় শুভ

উপানন্দ। দাদ, কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার স্বপ্নের আগোচর এ কি গোপাল! এখানে বন্ধন অবস্থায় কেন?

নন্দ তাই তো, গোপাল, তোমার এমন দশা কে কর্‌লে? যশোমতি! এ বুঝি তোমারই কাজ।

যশোদা গোপরাজ! আমি নিতান্ত বিব্রত হয়ে গোপালের প্রতি এরূপ আচরণ ক'রেছি। গোপালের উপদ্রবে, পাড়ার লোক-জনের কাছে মুখ দেখান ভার হয়েছে।

নন্দ। ছি, ছি!—তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে গেছে, করেছ কি! কাকে দড়ি দিয়ে বেঁধেছ? ছি! গোপাল কে, তা জান না? গোপাল,—গোপাল,—কিছু মনে ক'র না বাবা! যশোমতী বুদ্ধিহীনা, না বুঝে তোমার এরূপ দশা করেছে। এস, আমি তোমার বন্ধন খুলে দিই (বন্ধন খুলিয়া দেওন) যাও, খেলা কর গে।

শ্রীকৃষ্ণ দুউয়ো!—দুউয়ো—আমায় বেঁধে রাখ্‌তে পাল্লে না, আবার আমি পরের বাড়ী গিয়ে কেঁড়ে ভেঙ্গে দুধ খাই গে, মাখন চুরি করি গে

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান

যশোদা। যাস্‌নি,—যাস্‌নি,—দাঁড়া, দাঁড়া, ও গোপাল একটা কথা বলি, শুনে যা, লক্ষ্মী সোণা আমার!—একটা কথা শুনে যা।

[যশোদার প্রস্থান।

নন্দ। উপানন্দ! বহুকালের যমালার্জ্জুন বৃক্ষ অকস্মাৎ ভূমিসাৎ হলো, দৈবজ্ঞকে আহ্বান ক'রে এর বিশেষ তদন্ত করতে হবে। বাস্তবিক আমি বড় চঞ্চল হ'য়েছি!

উপানন্দ। দাদা উৎকণ্ঠার বিষয় তত কিছু নাই, শুভ স্বস্ত্যয়নে সকল আপদ-বিপদ যাবে। আপাতত, দৈবজ্ঞের অনুসন্ধানে লোক পাঠান যাক্, চলো

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—০—

যমুনার পথ।

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও রাখালগণ।

(গীত)

কানু একবার বাজারে বাঁশী
দুটী ভাই কানাই বলাই পাযে পায়ে দাঁড়া রে আসি।
শুনে তোর মোহন বেণু,
নেচে নেচে আস্‌বে ধেনু,
যমুনা বইবে উজান, ঢেউযে প্রাণ মেশামেশি।
বাঁশী তোর কি বোল্ বলে,
কুলনারী আপন ভুলে,
লাজ মান ভাসিয়ে জলে, ছুটে আসে দেখ্‌তে হাসি
(তোর বিধুমুখের মধুর হাসি)

বলরাম ভাই কানাই! পাল সব মাঠের ধারে ছেড়ে দিয়ে এসে, আমরা সকলেই যমুনার কূলে এলেম, এক

দল পালের সঙ্গে থাক্‌লে ভাল হ'তো, কি জানি, কোথায় কোন্‌টা ছট্‌কে পড়্‌বে

কৃষ্ণ। দাদা, কেন ভাব্‌ছো? তোমার শিঙ্গে আমার বেণু শুন্‌লে, ধেনু যেথায় থাক, হাম্বারবে ছুটে আস্‌বে পাল মাঠে চ'র্‌তে ছেড়ে দিয়ে, আমরা তো রোজই যমুনার ধারে এসে খেলা করি

শ্রীদাম আহা, বলাই দাদার যেমন স্থূল দেহ, তেমনি স্থূল বুদ্ধি। কানুর ধেনু কানুর বেণু শুনে কোথাও লুকিয়ে থাক্‌তে পারে কি?

কৃষ্ণ দাদা, আজ এক নূতন খেলা খেলা যাক্‌ এস

বল কি খেলা খেল্‌বি?

কৃষ্ণ আজ শ্রীদামের সঙ্গে সুদামের বিয়ে দেওয়া যাক্‌।

সুদাম ভাই কানাই, তুমি বলাই দাদার চেয়ে দেহে একটু পাতলা হলেও বুদ্ধিতে প্রায় সমান। আমার সঙ্গে শ্রীদামের বিয়ে দিবে? আমরা যে দুজনেই বর, ক'নে হ'বার ত কেউ নাই।

বল তোমাদের দুজনের ভিতর বর ক'নে বেছে দিচ্ছি, দাঁড়াও না এ বেশ মজার খেলা হবে এখন

শ্রীদাম। আচ্ছা বলাই দাদা, লাগে—আমি পেছ্‌পাও নই।

বল দুজনে পাশাপাশি দাঁড়াও দেখি, মাথায় কে বড়, কে ছোট বুঝি। ছোট বড় হিসাবে ত বর ক'নে হবে।

শ্রীদাম আচ্ছা লাগে! এস'হে সুদাম, পাশে দাড়িয়ে পড় আর কি। ভাই কানাইয়ের সাধ হ'য়েছে, আমাদের নিয়ে একটু মজা কর্‌বে, করুক।

(শ্রীদাম ও সুদামকে পাশাপাশি দাঁড় করান।)

বল ও ভাই কানাই, এ দুজনের ভিতর বড় ছোট বিশেষ ঠাওর কর্ত্তে পাবা যাচ্ছে না, শ্রীদামের চেয়ে সুদাম এক বিগত টাক্ বড়

কৃষ্ণ তবে আর কি, সুদাম বর হোক্, শ্রীদাম ক'নে হোক, মাণিক জোড় মিলিয়ে দেওয়া যাক্

শ্রীদাম। মাণিক যোড় আর হবে কোথা থেকে? মাণিকের সঙ্গে পোক্‌রাজ মিলিয়ে দিচ্চ'! জোড়া বড় ঠিক হ'ল না।

সুদাম ঠিক হ'ক আর নাই হ'ক, এখন তোমায় ক'নে ত' হোতে হয়েছে বটে

শ্রীদাম। নেহাত নাচার। ভাই কানাইয়ের হুকুম, বকে ঠেল্‌বেল?

কৃষ্ণ ঠিক ক'রে দুজনে বর ক'নে হয়ে দাঁড়াও দেখি ?

সুদাম। তা তো দাঁড়ালুম, ক'নের মাথায় ত একটা উড়্‌না টোড়্‌না কিছু চাই, নইলে ক'নে হয় ত বরকে এখুনি প্রাণেশ্বরী ব'লে ডেকে ব'স্‌বে পরস্পরকে চিনে নেবার একটা কিছু নিশানা করে দেওয়া চাই

বলরাম তা—শ্রীদামের পীঠ-বস্ত্রই আপাততঃ ঘোম্‌টার কাজ করুক, কি বল, শ্রীদাম ?

শ্রীদাম। আমায় আর জিজ্ঞাসা কর্‌ছো কেন ? আমি এখন ক'নে ,—ভাল মন্দ যেমন সাজাবে, তেম্‌নি সাজ্‌ব। মোট কথ , আমার বরের মন ভুলান দরকার, ক'নে হলুম বটে, কিন্তু বরের হেনস্থা সইতে পার্‌ব না

কৃষ্ণ। (শ্রীদামের পীঠবস্ত্র ঘোমটা করিয়া) যা হ'ক, ছাঁচ মন্দ বেরোয়নি কি বল বলাই দাদা !

বলরাম আরে বাপ্‌রে। শ্রীদামের শ্রীর চটক্‌ কি, যেন হাজার ফুলের পাপড়ি এক ক'রে সাজিয়েছে।

সুদাম এইবার একটু প্রেম-সম্ভাষণ হওয়া ত দরকার, নব নাগরীর মিলন বৃথায় যাওয়া তো কিছু না।

বলরাম প্রেম-সম্ভাষণ চাই বই কি বর ক'নের ছড়ায় পরস্পরের এলেম্‌ বোঝা যাবে।

সুদাম। শুভস্য শীঘ্রং—আর দেরি ক'রে কাজ নেই, পালা আরম্ভ করি। (শ্রীদামের প্রতি)

বিধুমুখ লুকিয়ে কেন, বদন তোল প্রাণ
কুলনারী মান্‌বো নাক' ঘোমটা ধ'রে টান
আমি বড় জবর নাগর লজ্জা সরম নাই,
নাগরী আমার তুমি তেমনি হওয়া চাই
কি হে ক'নে জবাব দাও

শ্রীদাম দুর্ ছাই, আমার সব গুলিয়ে গেল ও ভাই কানাই! আমি ক'নে হ'তে পার্‌ব না, বর কর ত বাজি আছি।

কৃষ্ণ ছি! শ্রীদাম তুমি হোটে গেলে, সুদামের সঙ্গে পাল্লা দিতে পাল্লে না!

বলরাম দুউয়ো দুউয়ো! শ্রীদাম হেরে গেল। সুদামের সঙ্গে পাল্লা দিতে পাল্লে না! দুউয়ো! দুউয়ো।

রাখালগণ দুউয়ো! দুউয়ো. শ্রীদাম হেরে গেল।

কৃষ্ণ। ভাই, ও খেলা আজ এই পর্য্যন্ত থাক, আর এক মজা করা যাক্ ওই একজন ফলওয়ালা ফল বেচ্‌তে যাচ্চে ওকে ডাক, ওর বাজরা থেকে ফল কেড়ে খাই

বলরাম বেশ! বেশ! কানাই, তাতে আমি খুব রাজি! এই যে এই দিকেই আস্‌ছে।

(জনৈক ফলওয়ালার প্রবেশ)

কৃষ্ণ ওগো। ওগে তুমি কোথায় যাচ্ছ গা তোমার মাথায় ও কি ?

ফল-ও আমি দরিদ্র, সহায় সম্বল-হীন ; বাজারে ফল বেচ্‌তে যাচ্ছি বেচে যদি কিছু পাই তাই নিয়ে এসে আমার পরিবারবর্গকে খাওয়াব

· শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কিছু দিয়ে যাও না গা ? আমরা অনেকগুলি ছেলে গরু চরাতে বেরিয়েচি, বড় ক্ষিদে পেয়েছ আমাদের কিছু ফল দাও না ! আমরা সকলে ভাগ ক'রে খেয়ে, যমুনা থেকে অঞ্জলি পূরে জলপান ক'রে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করি আমরা কিন্তু বাপু দাম দিতে পার্‌ব' না ! গরিবের ছেলে কোথা পাব বল। চুপ করে রইলে যে ? কথা কচ্চ না কেন ?

বলরাম দেখ বাপু ! তোমায় সাদা কথা ব'লে দিই শোন, কথা কও চাই নাই কও, ভাল মানুষের মত কিছু ফল আমাদের দিয়ে যাও , নইলে ঝাঁকাকে ঝাঁকা পার ক'রে দোব আমাদের দলে মণ্ডা ছোঁড়ার কমনি নেই, আমি একাই একশ, বেশী চালাকি কল্লে, ফলের বাজরা ত উধাও করে দোবই, উপরি লাভ কি হবে জান একখানি

চরণ খোঁড়া ক'রে ছাড়্‌ব। আর হাটে বাজারে কখনও যেতে হবে না

ফল-ও (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) প্রভু এই বজ্‌রা শুদ্ধ ফল তোমার চরণ ধরলুম। সব তোমার দয়াময়। আমি তোমায় চিনেছি—এ মূঢ়ের সঙ্গে কেন ছলনা ক'চ্চো? দীননাথ! আমি দীন, আমি শরণাগত, মায়ামোহে আবদ্ধ, সংসারজালে জড়িত, আমার কি গতি হবে?

কৃষ্ণ। দাদা! এ লোকটা নেহাৎ ভাল মানুষ দেখ্‌ছি! এর ফল কেড়ে খাওয়া হবে না, যাও তুমি যেথায় যাচ্চ যাও আমাদের দলের মধ্যে অনেকেই গোঁয়ার গোবিন্দ, অমন কড়াকড়া ব'লে থাকে, তুমি কিছু মনে করো না।

ফল-ও। প্রভু! আমি আত্মহত্যা করব, যমুনার জলে ডুবে মর্‌বো, যদি আমার বাজরা থেকে তুমি কিছু ফল না নাও; বড় আশা ক'রে এসেছি, আশাময়? আমার আশা পূর্ণ কর

কৃষ্ণ এই তোমার ফলের বাজ্‌রা আমি ছুঁলুম খুলে দেখ দেখি, ওতে কি আছে।

ফল-ও। (বাজ্‌রা দেখিয়া) প্রভু, এ কি! আমার সে স্তূপাকার ফল কোথা গেল, এ রত্নের রাশি কোথা হ'তে

এলো ? কৃপাময়! আবার একি ছলনা ? আমি অজ্ঞান মোহাচ্ছন্ন,—আমার দৃষ্টির আবরণ খুলে দাও জ্যোতির্ম্ময়! তোমার অপূর্ব্ব জ্যোতি আমার প্রাণে এসে মিশুক

কৃষ্ণ তুমি ফল বেচ্‌তে যাচ্ছিলে, তাতে কতই বা পেতে ? এই সব রত্ন নিয়ে গিয়ে বাজারে বেচ গে তুমি ক্রোড়পতি হবে তোমার কোন দুঃখ থাক্‌বে না !

ফল-ও। না, না, প্রভু আর ছলনায় ভুল্‌বে না, কি ছার ধন-রত্ন দিয়ে আমায় ভোলাচ্ছ ? কুবের যে চরণ ধ্যানে পায় না, সেই দুর্লভ শ্রীপদ আমি চর্ম্মচক্ষে দেখ্‌ছি, আর কি মোহের বন্ধন থাকে ? ধন, রত্ন, পরিজন আর আমার কিছুতেই প্রয়োজন নাই। এই বাজ্‌রা আমি ছুড়ে ফেলে দিলুম, যার আকিঞ্চন সে এসে নিয়ে যাক্ প্রভু, তোমায় চিনেছি, তোমারই কৃপায় আমি তোমায় চিনেছি

গীত

তোমারি কৃপায় প্রভু তোমারে চিনেছি।
নীল নলিন আঁখি দেখিয়া মজেছি।
(আমি দেখিয়া মজেছি)
ধন মান পরিজন, নাহি আর আকিঞ্চন,
মন প্রাণ এ জীবন চরণে সঁপেছি

(ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-শোভিত, মুনি-মন-মোহিত,
দেবতা দুর্ল্লভ পদে মন সঁপেছি)
কামনার মোহ ফাঁস, ছিঁড়ে দাও শ্রীনিবাস,
প্রেম পরম নিধি, নয়নে হেরেছি।
(আমি হৃদয়ে এঁকেছি)
(সাধনার ধন ব'লে আমি হৃদয়ে এঁকেছি)
অনুপমা সুষমা, (তাই হৃদয়ে এঁকেছি)
নাহি তার উপমা, (তাই হৃদয়ে এঁকেছি)

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

বলরাম কানাই, তুই যেখানে যাবি ! একটা কাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়্‌বিনি, ক্রমে আমরা সকলে তোর সঙ্গে বেড়ান ছেড়ে দেব তুই কোন্ দিন ভোজবাজী ক'রে আমাদের আকাশে উড়িয়ে দিবি, দুঃখিনী মা কেঁদে সারা হবে

কৃষ্ণ দাদা, তুমি যেন আমার গব'চন্দ্র দাদা দিন দিন হ্যাক হ'য়ে যাচ্ছ নাকি ?

বলরাম যাক্ আর কথায় কাজ নেই, চল শ্রীদাম, চল সুদাম পালে, জড়ো করা যাক্।

রাখালগণ চল বলাই দাদা চল

[কৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

(গীত গাহিতে গাহিতে রাধিকার প্রবেশ)

গীত।

নিপট কপট তুয়া শ্যাম।
রোয়ে রোয়ে মরে তুহারি চরণ ধাবে (রাধা)
অগুণ বিচারি ছি ছি তুহ গুণধাম
লাজ মান হরি, যমুনা পানিমে ডারি,
বাম্নি বারি করি, পিয়াসে ফুকারি,
চোরা চিত মন চোর ক্যায়সে নিবারি —
কলিজে কাটারি হরি লিয়ে তেরি নাম।

(গীত)

কৃষ্ণ

প্রিয়ে চারুশীলে ! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং,
দেহি মুখকমলমধুপানম্
বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদি,
হরতি দরতি স্থিরমতি ঘোরম্।
স্ফুরদধর-সীধবে তব বদনচন্দ্রমা,
রোচয়তি লোচনচকোরম্।

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশর ঘাতম্
ঘটয় ভুজবন্ধনং, জনয় রদখণ্ডনং,
যেন বা ভবতি সুখজাতম্
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্

(রাখাল-বালকগণের পুনঃ প্রবেশ)

(গীত)

কার ছেলেটি মিটি মিটি এদিক ওদিক চাইছে রে ভাই
পাশে নিয়ে বিভোর হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে ও ভাই কানাই
চেনা চেনা করছি যেন, রাইয়ের মতন বদন হেন,
দিন দুপুরে অভিসারে, বুঝি কমলিনী রাই
কুলনারী কুলে কালী,
ছি, ছি, এ কি চতুরালী,
ভাই কানাইয়ের মাথা খেলি,
আই আই লাজে মরে যাই

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যশোদার বাটীর কক্ষ

শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত

(জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ)

জটিলা। কই গো নন্দরাণী কোথায় ?

কুটিলা। মা চুপ্ কর, চুপ্ কর্, নন্দরাণীর সঙ্গে পরে দেখা কর্‌বো এখন। এই যে দুধের গোপাল কালাচাঁদ ঘুমুচ্চেন, ওর মোহন বাঁশী প'ড়ে রয়েছে। ঐ বাঁশী পাশে প'ড়ে রয়েছে। ঐ বাঁশীই সর্ব্বনাশের গোড়া। ঐ বাঁশী বাজিয়ে পাড়ার মেয়েছেলেকে বশ করে বাঁশী শুনে বউ রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে ঘর থেকে দৌড়ে আসে। ঐ যে শোনা যায়, নন্দের ব্যাটা অত পুতনা বধ কল্লে, কাল গোবর্দ্ধন ধল্লে, কেবল ঐ বাঁশীর মন্তরের গুণে; এ মা তোকে পাকা কথা বল্লাম

জটিলা। তা কি কর্‌তে চাচ্চিস্ কি ?

কুটিলা এই ফুরসদ কেউ কোথাও নেই, বাঁশীটা চুরি করা যাক্ সাপের বিষ দাঁত ভেঙ্গে যাবে আর জারিজুরি চল্‌বে না

জটিলা। মর পোড়া কপালি, চুরি করবি কি লো?

কুটিলা। চুপ্ কর, থাক মাগী বকিস্‌নে য করি ছাখ্

(বাঁশী লইয়া বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত করণ)

জটিলা সর্ব্বনাশী, চোর বদনাম না নিয়ে ছাড়্‌বিনি, গোকুলে মুখ দেখাবি কি করে?

কুটিলা ঘরের বৌ বেরিয়ে গিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে পিরীত করে, তাতে মুখ দেখাস্ কি ক'রে? লজ্জা করে না? চুপ ক'রে থাক, ট্যাক্ ট্যাক্ করিসনি

জটিলা কথা শুন্‌লিনি, হাতে হাতে পস্তাতে হয় কিনা ছাখ?

কুটিলা। মুখ গুঁজড়ে ধ'র্‌বো, আবার কথা কচ্ছিস্,—চুপ্ করে থাক্

জটিল। তা বেশ, কোন্ বেটী আর কথা কইবে?

নন্দরাণি। ওগো নন্দরাণি, অনেকক্ষণ এসেছি গো একবার এ ঘরে এসো না।

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। কে গা কে গ? ওমা তোমরা, এস এস কি ভাগ্যি! কি ভাগ্যি

গোপিনী। ভাগ্যি তোমাদের না আমাদের

যশোদা। সে কি গো, কি মনে ক'রে?

গোপিনী। কিছু মনে ক'রে তোমার এখানে আসবার না নাই বুঝি? শুধু শুধু আসতে দোষ কি?

যশোদা। সে কি কথা তুমি রোজ এস, দিনে রাতে এস, তোমাদের বাড়ী, তোমাদের ঘর, এমন কি কানাই বলাইও তোমাদের

(বলরামের প্রবেশ)

বলরাম। কানাই এখনো ঘুমুচ্ছে গোঠে যাওয়ার বেলা হ'ল, রাখালেরা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে একি, কুটুম্বের দল কোথা থেকে গো, আজ বাড়ী পবিত্র, বাড়ী পবিত্র [illegible] মা কুটুম্বদের খাওয়া দাওয়ার উদ্যুগ কর

যশোদা। না, [illegible] এত বেলা হয়েছে দাদা দাঁড়িয়ে গো, আমায় ডাকতে পার না?

বলরাম। কানাই, ভাবো কি [illegible] কারা এসেছে [illegible] কুটুম্বের চাঁদবদন দেখে সব ছুটে এসেছি

কুটিলা। (স্বগত) মুখে আগুন, মুখে আগুন, যেমন চেহার, তেমনি কথার ছিরি এই খাচ্চি তোদের মাথা

কৃষ্ণ একি, আমার মোহন বাঁশী কোথায় গেল— কে নিলে? মা, মা আমার মোহন বাঁশী কে নিল?

বলরাম। সে কিরে কানাই?

যশোদা সে কি বাব, তোমার মোহন বাঁশী কে নেবে?

কৃষ্ণ এই ত্যাখনা মা খুঁজে পাচ্ছিনি রোজ পাশটীতে ক'রে নিয়ে শুয়ে থাকি, সকালবেলা উঠেই বাজাতে বাজাতে গোষ্ঠের দিকে যাই কে নিলে মা, আমার মোহনবাঁশী কে নিলে? কে চুরি কল্লে? ঘরের ভেতর এসে কে চুরি কল্লে?

যশোদা তাইতে বাবা, আমি তো কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি আর কোথাও ভুলে রাখিসনি তো?

কৃষ্ণ না মা, মোহনবাঁশী কি আমি কাছছাড়া করি! আমার বুকের জিনিস, আমি বুকে ক'রে নিয়ে শুই কে চুরি কল্লে, কে চুরি কল্লে?

বলরাম কানাই, এ পাকা চোরের কাজ, তার আর সন্দেহ নাই চোর ধরতেই হবে আজ হুলস্থূল কাণ্ড কোরে তবে ছাড়্‌বো বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা!

কৃষ্ণ। দেখ যে যেখানে আছ, আমি সকলকে শুনিয়ে

বল্‌চি ভাং মনুষের মতন আমার বাঁশীটা বের ক'রে দাও কেন চোর বদনাম নিয়ে গোকুলে দাগি হ'য়ে বেড়াবে? কেউ কথা কওন যে? তবে আমার দোষ নেই, আমি এখনই চোর ধরে দিচ্ছি বাঁশী, আমার মোহন বাঁশী, আমার সাধের বাঁশী, আমার প্রাণের বাশী, একবার বাজতে। যেখানে থাক, যে ভাবে থাক, একবার বাজতো তুমি আমার প্রাণের জিনিস, প্রাণছাড়া ক'রে কেউ তোমায় রাখ্‌তে পারবে ন, বাঁশী বাজতো একবার বাজতো—

গীত

বাঁশী বাজত', বাঁশী বাজতে।
আমার রাধা নামে সাধা বাঁশী একবার বাজত' বাজত',
গগনে গহনে বনে, মিশাইয়ে সমীরণে,
গোপনে যেখানে থাক, বাঁশী বাজত' বাজত,
(আমার রাধা নামের সাধা বাঁশী, একবার
বাজত', বাজত)
জীবন মরণ বাঁশী, বাঁশী তোরে ভলবাসি,
উথলি অমৃত-রাশি, বাঁশী বাজত বাজত'।
(আমার রাধা নামের সাধা বাঁশী একবার
বাজত' বাজত'

(কুটিলার বস্ত্রের অভ্যন্তর হইতে
বাঁশী ধ্বনি হওন)

বলরাম এই যে মামী ঠাকরুণ তোমারি এই কাজ? বার করে—বার করে এই কর্ত্তেই বুঝি ভোর বেলা কুটুম্বিত জাহির ক'র্ত্তে এসেছিলে? সকল বিদ্যেই তো আছে, চুরি বিদ্যে কত দিন ধরেছো? এইবার কি হয়? এখন যে যা মনে করি, তাই ক'র্ত্তে পারি।

কৃষ্ণ দাদা, আর কিছু ব'লো না, মামীর আমার মুখটী চুণ হোয়ে গেছে, চল এই বার আমরা গোষ্ঠে যাই

বলরাম অম্‌নি অম্‌নি ছেড়ে দিয়ে যাব, তা কি হয়? একটা লোহা পুড়িয়ে পিটে চোর দাগা দেগে তবে ছাড়্‌বো।

কৃষ্ণ না দাদা, যা হ'য়েছে, খুব হ'য়েছে আমাদের মোহন বাঁশী পাওয়া গেছে, তার বাড়াবাড়িতে কাজ কি? চল, রাখালেরা আমাদের জন্য অপেক্ষ ক'রছে, বেলা ঢের হ'য়ে গেছে। (কুটিলার প্রতি) ছিঃ মামী, এমন কাজ আর ক'রো না—আমরা গরু চরাই, খাই দাই থাকি, আমাদের ওপর রিষ কেন? মোহন বাঁশীটী আমার প্রাণ, এর উপর টাক ক'র্ত্তে আছে কি?

[কৃষ্ণ বলরামের প্রস্থান।

যশোদা। হ্যাঁ দিদি, এ মতি তোমার হ'ল কেন? এত জিনিস থাকতে বাঁশীটী চুরি কত্তে গেলে, ছিঃ ছিঃ, গোকুলময় একটা ঢি ঢি পড়ে যাবে

জটিলা আর লজ্জা দিও না মা, ও বেটী ওই রকম। পরের উপর বিস করে ক'রেই ম'ল।

যশোদা আর কথায় কাজ নেই মা, ঘরে যাও। আমি সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখিগে।

[যশোদার প্রস্থান।

জটিলা। কেমন—হ'লো! মুখের মত ঝাঁটা পেলি। সর্ব্বনাশীকে এতো বলি যে পরের দেখে বুক ফাটা রোগ্‌টা ছাড়, তাতে শুনবিনি। এই যে চোর বদনামটা হ'লো তোর একলার? আমার কিছু ভাগ নেই, লোকে ব'ল্‌বে মায়ে ঝিয়ে সড় ক'রে ঘরে ঢুকেছিল

কুটিলা বেশ ক'রেছি,আমি যা ভাল বুঝেছি,তোর কি?

জটিলা হাড়হাবাতি, হতচ্ছাড়ি, লজ্জা নেই, আবার মুখের উপর কথা কচ্ছিস?

কুটিলা। চোপরাও বেটী, আমার খুসী, তুই কি করবি? যেমন কালকুটে ছোঁড়া, তেমনি নিদকুটে বাঁশী কে জানে যে কাপড়ের ভেতর থেকে পোঁ ক'রে উঠ্‌বে।

জটিলা থাক্ বাছা আর কথায় কাজ নেই, এখন ঘরে চল

[উভয়ের প্রস্থান।

— —

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গোষ্ঠ

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও রাখালগণ

(গীত)

বনফুলের হারে সাজিয়ে গোপাল,
গোপাল করে সাধের মেলা
দেখ্‌তে চাও, যাও দেখে যাও,
সাধ যদি হয় এই বেলা
(শুনে) বলাব শিঙা কানুর বেণু,
দেখ কেমন নাচ্‌ছে ধেনু,
আকাশ থেকে দেখ্‌ছে ভানু
উঁকি মেরে মজার খেলা

রাঙ্গা চরণ ভাই কানাইয়ের,
কি যে বাতুল পেয়েছি টের,
দেখ্‌লে বুঝে, মনটী মজে
ভবপারে যাবার ভেলা

বলরাম কানাই, ছাখ্, ছাখ্, বনফুলের হার প'রে গোপাল আজ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ যেন রঙ্গে ভঙ্গে খেলা ক'রছে আমার আজ অনেক কথা মনে পড়্‌ছে

কৃষ্ণ। কি কথা দাদা?

বলরাম। কি কথা জানিস্,—তুই কে? কেন এসেছিস্ কি খেলা খেলছিস্? আমরা তোর সাথী কেন? এই সব মনে হোচ্চে আর প্রাণ যেন উধাও হয়ে ছুটে চলেছে।

কৃষ্ণ। দাদা, এসেছ গরু চরাতে নানান কথা কইচ যে? ভাবের সমুদ্রে ডোব্‌বার আর বুঝি সময় পেলে না? যা করতে এসেছ কর

(রাখালবালকের গীত)

বনের ফল মিষ্টি বড় ও ভাই কানাই একটু খান
খেতে খেতে লাগ্‌লো মিঠে যত্ন করে তাইত আনা।

এঁটো ফল ধড়ায় বেঁধে,
এনেছি দেখ বড় সাধে,
প্রাণের সাথীর প্রেম উপহার, সোহাগভরে তুলে নেনা

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষিদের জ্বালায় জ্বলচে কানাই,
মুখে তুলে ফল দেনা ভাই,
এঁটো ফল প্রাণ পুরে খাই,
চাইনা আমি সোণ দানা

বলরাম (স্বগত) অপূর্ব্বলীলা, দেহ ধ'রে এসে কত খেলাই খেলছে জগৎপতি রাখালের এঁটো খাচ্চে

শ্রীদাম ভাই কানাই, আজ সূর্য্যি মামা যেন দশটা হ'য়ে কিরণ ছড়াচ্চে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্চে

সুদাম আমার তো ভাই প্রাণ যায় যায় হ'য়েছে জল বিহনে ভারি কাতর হ'য়েছি; সব রাখালদেরই এই দশা

শ্রীদাম ভাই কানাই একটু জল দাও ভাই, তৃষ্ণায় আর দাঁড়াতে পাচ্চি না।

কৃষ্ণ তোরা ভাই একটুতে অমন হ'য়ে পড়িস্ কেন? আয় আমার সঙ্গে আয়, তোদের জল খাইয়ে আনিগে এস দাদা এস

[সকলের প্রস্থান

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। এই ভগবান্ —বৈকুণ্ঠ আঁধার ক'রে দেহ ধ'রে এসে এই কর্‌ছেন? মাঠে মাঠে গরুর পাল নিয়ে ফির্‌ছেন, রাখালের এঁটো ফল খাচ্ছেন? ইনিই কি সেই ভগবান্? সেই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ রাখালরূপে লীলা কচ্ছেন? আমার সন্দেহ হয়। সেই অমানুষিক ক্ষমতা, সেই দিব্যশক্তি, সেই অলৌকিক তেজ,—এই রাখালের দেহে আছে কি? ভাল, পরীক্ষা ক'রে দেখি। আমি মায়াবলে, মায়া বৃষ্টি মায়া ঝড়ের অবতারণা ক'রে এই গোপাল হরণ ক'রে নিয়ে যাই, দেখি, প্রভু এসে কি করেন। অনন্তশক্তিধরের সেই অনন্তশক্তি রাখাল-দেহে সম্পূর্ণভাবে আছে কি না, অনায়াসেই বুঝ্‌তে পার্‌বো। আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? স্বকার্য্যে তৎপর হই।

(মায়া-বৃষ্টি, মায়া-ঝড় ও গোপাল অদৃশ্য হওন)

[ব্রহ্মার প্রস্থান

পট-পরিবর্ত্তন।

(শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ)

কৃষ্ণ। যা ভেবেছি, ঠিক তাই। সাধে কি আমি পথ থেকে ফিরে এলুম? সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আজ আমার শক্তি

পরীক্ষা করবার জন্য মায়াজাল বিস্তার করে গোপনে গোপাল হরণ ক'রেছেন ভাল, আমারও যথাসাধ্য আমি করি

পটপরিবর্ত্তন।

(মায়া বৃষ্টি ও মায়া ঝড় নিবারণ করিয়া গোপালসহ গোষ্ঠে পুনঃ প্রকাশকরণ)

কৃষ্ণ। এখন একবার সৃষ্টিকর্ত্তা এসে দেখুন, সৃষ্টি করবার ক্ষমতা গোপ বালকেরও আছে কি না ?

(ব্রহ্মার পুনঃ প্রবেশ)

ব্রহ্মা প্রভু! প্রভু! অচিন্ত্য অব্যক্ত পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ অপরাধ মার্জ্জনা করুন। ঘোর সন্দেহ আমায় আচ্ছন্ন ক'রেছিল আমি মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে অনন্ত শক্তিধরের শক্তি পরীক্ষা করিতে উদ্যত হয়েছিলুম আমার দর্প চূর্ণ হ'য়েছে, আমি দিব্যজ্ঞান পেয়েছি।

কৃষ্ণ কিছু নয় কিছু নয় এমন কত হয়, কত যায়, ওসব কিছু ধ'রে আছে? আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্বস্থানে যান্

ব্রহ্মা প্রভু একটী নিবেদন,—এ অজ্ঞানের কার্য্য যেন প্রকাশ না হয়, তাহ'লে দেবসমাজে আমার মুখ দেখাবার উপায় থাক্বে না।

কৃষ্ণ তথাস্তু আপনি আসুন

ব্রহ্মা প্রভুর অনুমতি শিরোধার্য্য

[ব্রহ্মার প্রস্থান

(এস্তে বলরামের প্রবেশ)

বলরাম কানাই! কানাই সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে

কৃষ্ণ কি হয়েছে দাদা?

বলরাম রাখালদের জল খাওয়াবার ভার আমার উপর দিয়ে তুই তো অর্দ্ধেক পথ হ'তে ফিরে এলি আমি তো খুঁজে খুঁজে কাছে কোথাও জলাশয় পেলেম না যমুনা এখান হ'তে অনেক দূর শেষে এ দিক ও দিক খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে, একটা হ্রদের কাছে গিয়ে পড়্‌লুম সব রাখাল ভাইয়েরা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়েছিল, প্রায় চলৎশক্তি রহিত, হ্রদ দেখে একেবারে সকলে হুড়াহুড়ি ক'রে গিয়ে, আঁজলা পুরে জল খেতে, আরম্ভ কল্লে যেমনি খাওয়া,—তখনি তখনি সকলেই পড়্‌লো আর মোলো। আমি আর কথাটী কইতে পার্‌লুম না, ছুটে তোর কাছে এলুম কি হবে কানাই? কি হবে

কৃষ্ণ দাদা, যথার্থ সর্ব্বনাশ হ'য়েছে আমি বুঝ্‌তে

পেরেছি সে কালীয় হ্রদ, সেই হ্রদে ভীষণ কালীয়নাগ বাস করে ও র জল বিষপরিপূর্ণ, যে খায়, সে তখনি মরে। রাখালেরা সেই হ্রদের জল খেয়েছে সে বিষ সহ্য করা সামান্য রাখাল বালকের কাজ কি?

বলরাম এখন উপায়, কানাই, তুই বই গতি নাই ভাই আহা আমাদের সঙ্গে ছায়ার মতন তার বেড়াত', যেমন ক'রে পারিস্ তাদের বাঁচা ভাই

কৃষ্ণ চল দাদা যাই। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, কোন ভয় নাই

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

—০—

পথ

(রাধাকৃষ্ণবেশী গোপ বালকগণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ-রাধা নূতন খেলা খেল্‌তে শিখেছি।
প্রাণের কৃষ্ণ ডাইনে রেখে বামে রাধা সেজেছি
বাজে বাঁশী সা-রে গা মা,
সা নি-ধা-পা পা মা-গা-মা,
তেম্‌নি করে বাজিয়ে বেণু, ধেনুর রাজা হ'য়েছি

গোবর্দ্ধন কর্‌বো ধারণ,
তেমনি কোরে পূতনা নিধন,
রাধা-কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা জয় জয় নাম গেয়েছি

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য ।

—০—

কালীয় হ্রদ ।

কৃষ্ণ ও বলরাম ।

বলরাম না ভাই কানাই, তা কি হয়, ওকি কথা বল্‌ছিস ! তুই বিষাক্ত জলে ঝাঁপিয়ে পোড়্‌বি কি ? তোকেও কি হারাব, চল্‌ ভাই ঘরে ফিরে চল, যা হবার হ'য়েছে মা যশোদাকে কেঁদে গিয়ে সকল কথা বলিগে চল

কৃষ্ণ দাদা সব ভুলে যাচ্ছ নাকি ? তুমি কে ? আমি কে ? কি কর্‌তে এসেছি, সব ভুলে যাচ্ছ ? আমাকে বাধা দিও না, দ্যাখ না কি করি । রাখালদেরও বাঁচাবো কালীয়নাগকেও সমুচিত শিক্ষা দেব

বলরাম না ভাই, আমার প্রাণ বুঝ্‌চে না, আমি তোকে ছেড়ে দেব না

কৃষ্ণ দাদা কি বল্‌ছো? অসহায় রাখাল বালকের আমাদের মুখ চেয়ে, আমাদের সঙ্গে সাথে ফেরে,—তারা নিরাশ্রয় অবস্থায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে, আমরা দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো; এমন প্রাণ, থাকার চেয়ে যাওয়া ভাল তুমি দাদা হ'য়ে এই শিক্ষা দিচ্চ?

বলতার তবে ভাই, যা ভাল বুঝিস্‌ কর, আমি আর কি বল্‌বো

কৃষ্ণ ছাখ দাদা কি করি, তুমি কিছু ভয় ক'র না প্রাণ ভ'রে মার নাম স্মরণ কর

[জলে ঝম্প প্রদান।

বলরাম কোথায় গেল?—কোথায় গেল? ঐ যে ভাই কানাই ভাসছে,—কানাই, কানাই. উঠে আয় ভাই, আমার প্রাণ কেমন ক'চ্ছে,—কই আরতো দেখা যাচ্ছে না, হায়—হায়!—ভাই কানাই বুঝি আর নাই এক গণ্ডুস জল খেয়ে রাখালেরা প্রাণ দিলে, তুই বিষপরিপূর্ণ অগাধ জলে, হাবুডুবু খেয়ে কি ক'রে বাঁচবি ভাই?—কানাই কানাই। তুই কেন আমার কথা

শুন্‌লি নি,—কেন কালীয়নাগ দমন কত্তে জলে ঝাঁপ দিলি?—এ সর্ব্বনাশ কেন ক'র্‌লি?—আমি কোন্ মুখ নিয়ে ঘরে ফিরবো ভাই? আর একটু দেখ্‌বো, তারপর তুইও যে পথে, আমিও সেই পথে যাব

(বালকবেশে শ্রীরাধার প্রবেশ)

বলরাম কে তুমি?—কে তুমি?—কাকে খুঁজতে এসেছ? কানাইকে?—আমার ভাই কানাইকে?

রাধা। হাঁ—হাঁ,—বোলে দাও, বোলে দাও, আমার কৃষ্ণ কোথায়? রোজ এমনি সময় বাঁশী শুনি, আজ বাঁশী নীরব কেন? তাই এসেছি—প্রাণে যেন কে আগুন জ্বেলে দিলে, তাই ছুটে এসেছি,—আমার কৃষ্ণকে দেখতে এসেছি, খুঁজে খুঁজে এত দূর এসেছি; ব'লে দাও, ব'লে দাও, আমার কৃষ্ণ কোথায় ব'লে দাও, আমি বাঁশী শুন্‌তে এসেছি।

বলরাম সে অনেক কথা, ভাই কানাই আর নাই,—সে চ'লে গেছে, ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে, এই বিষাক্ত হ্রদে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিয়েছে

রাধা। বুঝেছি,—বুঝেছি, তাই আমার প্রাণ কেঁদে

উঠেছিলো, তাই আজ এ সময়ে বাঁশী নীরব,—আমিও যাব, আমার প্রাণ কৃষ্ণ যেখানে গেছে সেইখানে যাব

গীত

কাঁহা জীবন ধন, বৃন্দাবন প্রাণ,
কাঁহা মেরি হৃদয কি রাজা!
শূন্য হৃদয় পূরি, আও আও মুরারি,
মোহন বাঁশরী বাজা
নয়ন সলিলে বসন তিতায়ল,
সাধ কি সাগর হিযা পর শুকাল,
শিরতাজ মেরি শিরমে আযা,
নয়ন কি রস্‌নি নয়ন ছোড়কে,
ঘুরত ফিরত কাঁহা ফাঁকে ফাঁকে,
হা হা প্রিয় বঁধু এ কোন সাজা

(কালীয় নাগ দমন করিতে করিতে,শ্রীকৃষ্ণ ও রাখালগণের উত্থান।)

বলরাম এই যে কানাই —এই যে কানাই,—কানাই কানাই আমার প্রাণ কানাই.

কৃষ্ণ। দাদা! দাদা! এই যে আমি, এই দেখ সঙ্গে আমাদের প্রাণের সাথীরা ওরাও বেঁচে উঠেছে।

রাধা কৃষ্ণ। কৃষ্ণ আমার প্রাণকৃষ্ণ! তুমি কোথায় ছিলে. আমিও তোমার সাথী হচ্ছিলুম.

কৃষ্ণ। প্রেমময়ী রাধে আমায় এতদূর খুঁজতে এসেছ কেন? আমি তোমার প্রাণে—যখনিই খুঁজবে তখনিই দেখতে পাবে দাদা এই সেই কালীয় নাগ দুষ্টের দমন দেখ রাধে! তুমিও দেখ

(নারদের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোল মুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্র ক্ষয়ং কুর্ব্বতে
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্য মাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মুর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যাং নমঃ

যবনিকা পতন